বাবার পথে

একের পাতার পর

সভাপতি হন এবং দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করেন। আমার বহুদিনের সহকর্মী ও সুহৃদ হিসাবে তিনি আমাদের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবেন।''

রবিবার দুপুর তিনটে চল্লিশে নিজের বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্র দুহিতা। তারপর সিরিটি শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করেন তাঁর মানসকন্যা অর্পিতা ঘোষ ও পুত্র সায়ক চক্রবর্তী। যাঁদের উদ্দেশ্য করে শাঁওলী মিত্র তাঁর 'ইচ্ছাপত্রে' লিখেছেন, "আমি যে অসুস্থতা ভোগ করছি, তাতে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে আমি খুশি। মৃত্যুর পর এই শরীরটিকে প্রদর্শন করায় আমার সঙ্কোচ রয়েছে। সাধারণের অগোচরে শেষকৃত্য হোক।" অর্পিতাদের তাঁর আরও অনুরোধ, ''যেটুকু চিকিৎসা চলছে তা যথেষ্ট। তাঁরা যেন কিছুতেই আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আমার কষ্টবৃদ্ধি না ঘটান। কোনও প্রকার আসুরিক চিকিৎসার পক্ষপাতীও আমি নই।...আমার বাড়িতে, আমার ঘরে, যতটুকু ভাল থাকা যায়, ততটুকুই আমার সুখের সময়। এই শান্তিটুকুই শেষাবধি আমার কাম্য।''

উল্লেখ্য, অন্ত্যেষ্টি নিয়ে প্রখ্যাত অভিনেতা শম্ভু মিত্রর শেষ ইচ্ছাও ছিল এমনই। দাহ করার পর তাঁর মৃত্যুসংবাদ পরিবারের তরফে প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। 'ডাকঘর', 'পুতুলখেলা', 'বিতত বিতংস', 'একটি রাজনৈতিক হত্যা', 'পাগলা ঘোড়া'-র মতো নাটকে শাঁওলীর অভিনয় রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল। 'নাথবতী অনাথবৎ' ও 'কথা অমৃতসমান' একক অভিনয়ে তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি, বাংলা নাট্যমঞ্চের অন্যতম মাইলফলক। তাঁর রচিত গণনাট্য, নবনাট্য, সৎনাট্য ও শম্ভুমিত্র থিয়েটার জগতের এক জ্বলন্ত দলিল। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত জাতীয় পুরস্কার জয়ী ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-য় তাঁর অভিনয় দাগ কেটেছিল দর্শক মনে।

মা মাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ২০১২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তাঁর আমলে কয়েক বছরে বেশ কিছু বই প্রকাশ করে নজির গড়েছে অকাদেমি। পরবর্তী সময়ে শারীরিক অসুস্থতার জন্যেই আকাদেমির কাজ থেকে অব্যাহতি চান শাঁওলী। তাঁর ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০৩ সালে সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন শাঁওলী। ২০০৯ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন তিনি। ২০১২ সালে রাজ্য সরকার তাঁকে দেয় সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বঙ্গবিভূষণ'।

তাঁর অভিনীত 'নাথবতী অনাথবৎ'-টানা ১০০ দিন হাউসফুল ছিল। নানা সময়ে নিজের নাটকের মধ্যে দিয়েই প্রতিবাদ হেনেছেন তিনি। অভিনয়ই হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিবাদের শাণিত হাতিয়ার। মহাভারত বা রামায়ণের কাহিনি হয়েছে রূপক।

বছর তিনেক আগের কথা। ২০১৯ সাল। পাঠ-নাটকের আকারেই উপস্থাপন করেছিলেন আরও এক মহাকাব্যিক নাট্যচরিত্র। মঞ্চস্থ হয়েছিল 'সীতা কথা'। যে উপস্থাপনা নীরবেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায় গোটা সমাজকে। দর্শক-শ্রোতাদেরও ঠেলে দেয় এক লজ্জাবোধের দিকে। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাংলার নাট্যজগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। শেষবার দেখার সুযোগ না পেয়ে হতাশ হন অগণিত নাট্যকর্মী। অর্পিতা ঘোষ জানান, ''মৃত্যুর পর ওঁর ইচ্ছাপূরণে যাতে আমরা বিপদে না পড়ি, তারজন্যই এই ইচ্ছাপত্র উনি তৈরি করেছিলেন। শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলতে শিখিয়েছিলেন।'' নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী জানান, ''বয়সে ছোট হলেও ওঁর কাজের সুবাদে আমাদের সবার শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিল।'' রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত শাঁওলী মিত্রর চলে যাওয়াকে পারিবারিক ক্ষতি বলে বর্ণনা করেছেন। দেবেশ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শাঁওলীর শেষ যাত্রায়। তাঁর কথায়, ''দিদি চেয়েছিলেন আমি ওঁকে শেষ মুহূর্তে ছুঁয়ে থাকি। তাই এটা সম্ভব হল। দেবশংকর হালদার জানিয়েছেন, ''ক্লাস করে নয়, তাঁর অভিনয় দেখে আমরা অভিনয় শিখেছি। তাঁর অভিনয় দেখেই বুঝেছি অভিনয় কাকে বলে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কীভাবে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়।

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সম্ভাবনা

আজ আবার গোয়া সফরে অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার : চারদিনের সফরে আজ, সোমবার গোয়া যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত যা ঠিক রয়েছে তাতে আজকেই গোয়ায় তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। তার পর চারদিনে একাধিক কর্মসূচি সেরে ফিরবেন কলকাতায়।

ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির (এমজিপি) সঙ্গে জোটের ঘোষণা করেছে তৃণমূল। গোয়ার বিধানসভা নির্বাচন ১৪ ফেব্রুয়ারি। ৪০ আসনের এই বিধানসভায় প্রাথমিকভাবে ৩০ আসনে লড়ার ঘোষণা করেছে তৃণমূল। বাকি আসনে লড়তে পারে এমজিপি। তবে এর মধ্যেই সেখানে এনসিপি ও কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট নিয়ে আলোচনা চলছে বলে চমকে দিয়েছিলেন শরদ পাওয়ার। যদিও এ খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন পি চিদম্বরম ও কে সি বেনুগোপালের মতো কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। এর মধ্যেই একদিন আগে এ নিয়ে ফের সরব হন তৃণমূল সাংসদ তথা গোয়ার ইনচার্জ মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, কংগ্রেস গোয়ায় ধিমেতালে এগোচ্ছিল বলেই তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্যোগ নেয়। তার পর এখানে তৃণমূলের সঙ্গে জোট নিয়ে আগ্রহ দেখায় কংগ্রেসও। তারপরই আনুষ্ঠানিকভাবে এ নিয়ে তাদের মনোভাব জানতে চিঠি দেয় তৃণমূল। তার জবাব এখনও মেলেনি বলে জানান মহুয়া।

এর মধ্যেই আজ গোয়া যাওয়ার কথা অভিষেকের। সার্বিকভাবে ভোটের আগে বা পরে ফলাফলের ভিত্তিতে এনসিপি, আপ, বা কংগ্রেস কারও সঙ্গে আদৌ তৃণমূল—এমজিপি জোট নতুন করে হাত মেলাবে কিনা, তা নিয়ে একপ্রকার রফাসূত্র অভিষেকের এই সফর থেকে মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে অভিষেকের এই সফরের আগেই সে রাজ্যে তৃণমূল ছেড়েছেন এক মাস আগে কংগ্রেস থেকে সে দলে যোগ দেওয়া অ্যালেক্সিও রেজিনাল্ডো। তিনি আবার কংগ্রেসেই ফিরবেন বলে খবর। তৃণমূলের পক্ষ থেকে রেজিনাল্ডোর দলত্যাগের ইচ্ছাকে 'স্বাগত' জানিয়েও বলা হয়েছে, তিনি তৃণমূল ছাড়লে কোনও প্রভাব পড়বে না।

নির্দল প্রার্থী হতে চান চান্নির ভাই

চণ্ডীগড় : কংগ্রেসের টিকিট না পেয়ে দলের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নির ভাই মনোহর সিং। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে রবিবারই ঘোষণা করেছেন। একদিকে, মুখ্যমন্ত্রী চান্নি এবং পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোত সিং সিধুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জেরবার। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং পৃথক দল গঠনে করে বিজেপির সঙ্গে জোট করে কংগ্রেসের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই কংগ্রেসের অন্দরে এই ধরনের ক্ষোভ উঠে আসছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবার আগে থেকেই 'এক পরিবার একটি টিকিট' নীতি নিয়েছে। অর্থাৎ, একটি পরিবার থেকে একজনকেই প্রার্থী করা হবে। সে কারণে অনেকেই এবার প্রত্যাশা মতো টিকিট পাননি। তাঁদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী চান্নির ভাই মনোহরও রয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পুয়াধ অঞ্চলের অন্তর্গত বাস্সি পাঠানা চান্নিদের গড়। চান্নিদের নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্র হল বাস্সি পাঠানা। শোনা যাচ্ছে, এখান থেকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন চান্নির ভাই মনোহর সিং। অথচ শনিবার কংগ্রেসের যে প্রথম ৮৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে নাম নেই মনোহর সিংয়ের। পরিবর্তে ওই কেন্দ্র থেকে বর্তমান বিধায়ক গুরপ্রীত সিং জিপিকেই ফের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, বিদ্রোহী কংগ্রেস নেতা মনোহর সিং জানিয়েছেন, "বাস্সি পাঠানা এলাকার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াই করতে বলেছেন। তাঁরা যা বলেছেন আমি তাই করব। পিছিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। আমি অবশ্যই নির্বাচনে লড়ব।" মনোহর সিং গত বছরের আগস্টে খাররের সরকারি হাসপাতালের সিনিয়র মেডিকেল অফিসারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। মনোহর জানিয়েছেন, তিনি একাধিক কাউন্সিলর, গ্রামের সরপঞ্চদের সঙ্গে দেখা করার পরে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ত্রিপুরায় মাংস কাটাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ-গ্রামবাসী সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : একটি নির্দিষ্ট প্রাণীর মাংস কাটাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ ও গ্রামবাসীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হল ত্রিপুরার সোনামূড়ায়। সংঘর্ষে দু'পক্ষের অন্তত চারজন জখম হন। সোনামূড়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরাদোলা এলাকায় গ্রামবাসীরা মাংস কাটলে জওয়ানরা বাকবিতণ্ডা শুরু করেন বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের উপর লাঠিচার্জও করে বলে অভিযোগ। পাল্টা গ্রামবাসীরা মিলিতভাবে বিএসএফ জওয়ানদের তাড়া করে। এক জওয়ান গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এক মহিলা-সহ চার গ্রামবাসীও জখম হয়ে হাসপাতালে। পরে গ্রামের মানুষ বিওপি চত্বর ঘেরাও-সহ সোনামূড়া ও বক্সনগর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

মোদিকে তোপ মমতার

একের পাতার পর

দেশের জাতীয়তাবাদে আধ্যাত্মিকতার বীজ বুনে দেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঋষি অরবিন্দর হাত ধরেই দেশ যেমন পেয়েছিল মুক্তির দার্শনিকতা, তেমনই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মা গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বের পরামর্শদাতা ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতা সংগ্রামে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় জুড়ে দিলেন তাঁর বৈপ্লবিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধের মাধ্যমে। তাঁর আইএনএ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে চরম আঘাত হেনেছিল। ক্ষুদিরাম বসু থেকে বাঘা যতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো কত মানুষ দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। জাতীয় সংস্কৃতিতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা যুক্ত করেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। বিরসা মুন্ডার নাম অমর হয়ে থাকবে স্বাধীনতার লড়াইয়ে উজ্জীবিত করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো বাতিল করে তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরই অশ্রদ্ধা করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওমিক্রনের চোখ রাঙানির মধ্যেও গুরুগ্রামের সদর বাজারে অসতর্ক মানুষের ভীড়। রবিবার। —পিটিআই

উত্তরপ্রদেশে সপা-আরএলডি প্রার্থীদের সমর্থনের ঘোষণা বিকেইউ নেতার

বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন মুলায়মের পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব ! জল্পনা তুঙ্গে

লখনউ : উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্রিসভার একের পর এক সদস্য বিজেপি ত্যাগ করে সমাজবাদী পার্টির (সপা) পতাকার তলায় ভিড়েছে। এবার কি সপা পরিবারেই ভাঙন ধরানোর চ্যালেঞ্জ নিয়েছি বিজেপি? অন্তত, রবিবার রাজ্য-রাজনীতিতে তেমন জল্পনাই প্রবল হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর, মুলায়ম সিং যাদবের ছোট পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। যদিও, এখনও বিষয়টি নিশ্চিত নয়। তবুও, চারিদিকে যেভাবে জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, এটা ঘটতে আর বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।

উল্লেখ্য, অপর্ণা ২০১৭ সালের নির্বাচনে লখনউ ক্যান্ট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তখন তিনি বিজেপির প্রার্থী রীতা বহুগুনা যোশীর কাছে পরাজিত হন। এরপর থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপর্ণা যাদবকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে। সেই থেকেই অপর্ণা একাধিকবার যাদব পরিবারকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন। এদিকে, এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যেও সপার কাছে দু'টি সুখবর এসেছে। প্রথমত, বিকেইউ প্রধান নরেশ টিকাইত রবিবার আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে সপা-আরএলডি জোট প্রার্থীদের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন। বিকেইউ দিল্লি সীমান্তে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা কৃষক আন্দোলনের অন্যতম আয়োজক সংগঠন। অন্যদিকে, রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রী দারা সিং চৌহান এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দিয়েছেন সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। মকর সংক্রান্তির দিন সপাতে যোগ দেন দুই প্রাক্তন মন্ত্রী স্বামী প্রসাদ মৌর্য এবং ধরম সিং সাইনি।

মুলায়ম সিংয়ের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' হরি ওম যাদব ইতিমধ্যেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। অপর্ণা যাদব মুলায়ম সিংয়ের ছোট ছেলে প্রতীক যাদবের স্ত্রী। এই মুহূর্তে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে বিজেপি অপর্ণা যাদবকে লখনউ ক্যান্ট বিধানসভা থেকে প্রার্থী করতে পারে। যদিও, এখনও পর্যন্ত বিজেপি বা অপর্ণা যাদবের পক্ষ থেকে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবুও, রাজ্যের রাজনীতিতে যাদব পরিবারে ভাঙন নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। সূত্রের খবর, বিজেপি এবং অপর্ণা যাদবের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই উভয় পক্ষ একটি চুক্তি সম্পন্ন করেছে। জানা গিয়েছে, মাঝে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গেও দেখা করেন অপর্ণা। সম্প্রতি অপর্ণা যাদবকে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তাও দিয়েছে যোগী সরকার। আবার, অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ১১ লাখ টাকা দান করেছিলেন অপর্ণা। তিনি সেসময় বলেছিলেন, 'আমি স্বেচ্ছায় এটা করেছি। আমি আমার পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারি না। অতীত কখনই ভবিষ্যত নয়। রাম ভারতের চরিত্র, সংস্কার এবং সকলের বিশ্বাস।'

স্বাভাবিক তাপমানে

একের পাতার পর

সব্যসাচী হালদার। নামের আগে ডক্টরেট নেই, নামীদামি বড় ইনস্টিটিউটের ডিগ্রিও অনুপস্থিত। অথচ প্রফেসর শঙ্কুর মতো বাড়িতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে একের পর এক আবিষ্কার করে চলেছেন। এমনই এক আবিষ্কার 'ফ্রি ইলেকট্রন ওয়্যার'। সাউথ পয়েন্টের প্রাক্তনী জানালেন, খনিজ তেলের উপর নির্ভরশীলতা প্রায় ৮৫ শতাংশ কমিয়ে দেবে এই 'সুপার কন্ডাক্টর', যা কি না আখেরে সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

পেটেন্টের জন্য সব্যসাচী প্রথম ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন ২০১১-র ২০ সেপ্টেম্বরে। যদিও আবেদনে প্রথম সাড়া দিয়েছিল চিন। বিশ্বের ১৪২টি দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে চিন সরকার ২০১২-র ১৩ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক পেটেন্ট দেয় সব্যসাচীকে। ২০১৪-র ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ পেটেন্ট পায় সব্যসাচীর উদ্ভাবন।

মন ভরেনি। মার্কিন মুলুকের মহার্ঘ পেটেন্ট কবে আসবে? সেই স্বপ্নপূরণ হল ২০১৬-র ৫ এপ্রিল। দক্ষিণ শহরতলির গড়িয়ার বাড়িতে ইউএস ফার্স্ট মেলে খামবন্দি হয়ে এল পেটেন্টের কাগজপত্র। জোড়া পেটেন্ট। প্রথমটা সেই 'ফ্রি ইলেকট্রন' তারের সুবাদে। আর দ্বিতীয়টি সেই তারে তৈরি বৈদ্যুতিন সামগ্রীর জন্য। সব্যসাচী জানালেন, "শুধু তার আবিষ্কার করেই থেমে যাইনি, সেটির বাণিজ্যিক প্রয়োগের বাস্তবতাও প্রমাণ করেছি। তৈরি করছি প্রায় দশ তারা ক্ষমতাসম্পন্ন মোটর ও সিলিং ফ্যান।" সব্যসাচীর ওই 'সুপার এনার্জি এফিশিয়েন্ট কয়েলস ফ্যানস অ্যান্ড ইলেট্রিক্যালস মোটরস' ২০১৫ সালের ২৫ আগস্ট আন্তর্জাতিক পেটেন্ট এবং ২০১৯ সালের ২২ জানুয়ারি মার্কিন পেটেন্ট আদায় করে নিয়েছে।

যদিও সব্যসাচী জানিয়েছেন, তাঁর 'ফ্রি ইলেকট্রন ওয়্যার' এবং সুপার কন্ডাক্টরের মধ্যে চরিত্রগত ফারাক রয়েছে। কিন্তু, কার্যকারিতা প্রায় এক।

বিজ্ঞানচর্চার সূচনা ১৯৯৯ সালে, কুড়ি পেরনোর আগেই। বঙ্গবাসী কলেজে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে সবে ভর্তি হয়েছেন, তখনই গবেষক হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে, ২০০১ সালে। ওদের রেফারেন্সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. তাপসরঞ্জন মিদ্যার সঙ্গে আলাপ। তাঁর সহযোগিতায় কিছুদিন যাদবপুর বিশ্ববদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ব্যবহারের সুযোগ, যদিও গ্র্যাজুয়েট না হওয়ায় গবেষক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় সব্যসাচীকে মান্যতা দিতে পারেনি। বয়স কম থাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছিল। আবিষ্কারক হিসাবে যখন বিশ্ব তাঁকে মান্যতা দেয়, তখন তিনি গ্র্যাজুয়েটও হননি, সদ্য সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন।

সব্যসাচী স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন একটি মেশিন তৈরির, যা বিদ্যুৎ ছাড়াই চলবে। এই স্বপ্ন নিয়ে ক্লাস এইটের ছেলেটি হাজির হয়েছিল শিক্ষক পার্থপ্রতিম রায়ের কাছে। পার্থবাবু জানিয়েছিলেন, এ স্বপ্ন সফল হওয়া অসম্ভব, তবে সুপার কন্ডাক্টর বানাতে পারলে স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছনো যাবে।

সেই শুরু। সুপার কন্ডাক্টর তৈরির নেশায় দিনরাত এক করে ফেলা, পড়াশোনায় ডুবে যাওয়া। সব্যসাচীর কথায়, "সুপার কন্ডাক্টর হতে গেলে কোনও বস্তুকে হিমাঙ্কের ৭০ থেকে ৮০ ডিগ্রি নিচে নিয়ে যেতে হবে। ঠান্ডা করলে কেন পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা বাড়ে, তাই নিয়ে শুরু হয় গবেষণা। তারপরই মাথায় আসে 'থিওরি অফ ভ্যাকুয়াম।''

সব্যসাচী প্রথমে 'রোটারি অ্যান্ড অয়েল ডিফিউশন পাম্প' প্রয়োগে সিলিকন রাবার ও টেফলনের পাইপের ভিতরে শূন্য স্থান তৈরি করেন। তারপর ইলেকট্রন গান দিয়ে শূন্য স্থানে ভরে দেন মুক্ত ইলেকট্রন কণা। বিজ্ঞানীর দাবি, ইলেকট্রনের স্রোত বহু দূর পর্যন্ত কোনও সংঘাত ছাড়াই প্রবাহিত হচ্ছিল। 'মিন ফ্রি পাথ অফ পার্টিকেলস ইন ভ্যাকুয়াম' বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়েই আসে সাফল্য, আবিষ্কার হয় 'ফ্রি ইলেকট্রন ওয়্যার'। সাধারণত আমরা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তার দেখতেই অভ্যস্ত। রবারের পাইপের মধ্যে 'কপার কোর' বা 'অ্যালুমিনিয়াম কোর' ঢুকিয়ে তার তৈরি হয়। এক্ষেত্রে 'কোর'-এর বদলে রয়েছে ইলেকট্রনেরর ক্লাউড। সব্যসাচীর দাবি, তাঁর সুপার কন্ডাক্টরের দাম তামা বা অ্যালুমিনিয়াম তারের মতোই। ফলে বিদ্যুতের প্রচুর সাশ্রয় হতে বাণিজ্যিক কোনও সমস্যাও নেই।

শীঘ্রই মাঠে নামছেন শাহ

উত্তরপ্রদেশে দ্বিমুখী লড়াই চায় বিজেপি

নন্দিতা রায় ● নয়াদিল্লি

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দু'দফাই বিজেপির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রথম দফায় পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মেরঠ থেকে শুরু করে মুজফফরনগর ও দ্বিতীয় দফায় আগ্রা, মথুরা তথা ব্রজভূমি—এই দুই অঞ্চলের শতাধিক আসনে ভোট রয়েছে। একের পর দলিত নেতার দল ছেড়ে সমাজবাদীতে চলে যাওয়া, ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে সপা'র জোট বিজেপির কপালে চিন্তার ভাঁজ বৃদ্ধি করেছে। বাংলার মতোই উত্তরপ্রদেশে দ্বিমুখী লড়াই চাইছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বিজেপি বনাম সমাজবাদী পার্টি, এই ছবি তুলে ধরতে চাইছে তারা। কংগ্রেস বা মায়াবতীর বসপা-কে নিয়ে তাদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। রাজ্যে দ্বিপাক্ষিক লড়াই হলেই তাঁদের জন্য ভাল বলে দাবি করেছেন বিজেপির প্রথম সারির এক নেতা। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, "দ্বিমুখী লড়াই তো ভাল। তাতে মানুষের পক্ষেও ঠিক করা সুবিধা কাকে তারা বেছে নেবে। বিগত কয়েক বছরে তো উত্তরপ্রদেশে সেটাই হচ্ছে। আর বাংলাতেই দেখুন না, বাম ও কংগ্রেস একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। সেখানেও দ্বিমুখী লড়াই হবে। তাতে আগামিদিনে বিজেপির জন্য ভালোই।" বাংলায় ভোটের ময়দানে দলীয় সাংসদদের নামানো হলেও উত্তরপ্রদেশ-সহ দেশের পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি সেই রণকৌশল আর প্রয়োগ করবে না বলেই ঠিক হয়েছে। বাংলাতে একাধিক দলীয় সাংসদের পরাজয়ের পরেই এই সিদ্ধান্ত বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি যে দিনে দিনে জটিল হয়ে উঠছে, তা মুখে স্বীকার না করলেও ভালই বুঝতে পারছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই আর দেরি না করে মাঠে নামতে চলেছেন খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে দেশের সবথেকে বড় রাজ্যে বিজেপির ভাল ফল করার পিছনে শাহ-র ভূমিকাই ছিল প্রধান। এবারে সেখানে নির্বাচনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের হাতে দেওয়া হলেও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে শাহ নিজেই পুরো উত্তরপ্রদেশ জুড়ে সফর শুরু করতে চলেছেন। চলতি মাসের ২২ তারিখের পর থেকে শাহ তাঁর রাজ্য সফর শুরু করবেন বলেই বিজেপি সূত্রের খবর। নির্বাচন কমিশন ২২ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত ধরনের রোড শো, সমাবেশ, বাইক র‌্যালি নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখে নিয়েই শাহ-র সফরের কর্মসূচি তৈরি হবে। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক, দলের নেতাদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতি অনুযায়ী রণকৌশল তৈরি ইত্যাদি শাহ নিজেই করে দেবেন বলেই জানা গিয়েছে।

তবে দলের একের পর ওবিসি নেতা ছেড়ে যাওয়ায় বিজেপির যে ক্ষতিই হয়েছে, সে কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন ওই শীর্ষ নেতা। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "দল থেকে যাঁরা চলে যাচ্ছেন তাঁদের নিয়ে আমরা কখনই বলতে পারি না যে, যাচ্ছেন তো কী হয়েছে বা ইচ্ছে হলে যেতে পারেন। বিজেপির সেই ঔদ্ধত্য নেই। আমরা আলোচনায় বিশ্বাসী। স্বামী প্রসাদ মৌর্য দল ছাড়ার পরেও আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য তাঁকে আলোচনায় ডেকে টুইট করেছিলেন। সেটা হয়েছিল দলের নির্দেশেই।" প্রথম দু'দফার প্রার্থী তালিকায় ২০ জন বিধায়কের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়াই মূল কারণ বলে জানিয়েছেন শীর্ষ নেতা। রাজ্যের ৪০৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৩৩০টির বেশি আসনে বিজেপি সদস্যদেরই টিকিট দেওয়া হবে এবং এক পরিবারে একজনকেই টিকিট দেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "আমাদের লড়াই জাতপাত, তোষণের রাজনীতি ও পরিবারবাদের সঙ্গে। তাই একই পরিবারের দু'জন সদস্যকে কোনওভাবেই টিকিট দেওয়া হবে না। তবে বাবা যদি নিজের পরিবর্তে ছেলে, মেয়ে বা পরিবারের অন্য সদস্যের জন্য টিকিট চায়, সে বিষয়টি দল অবশ্যই ভাবনা চিন্তা করবে।"

ছোটা শাকিল সঙ্গী সেলিম গাজির করাচিতে মৃত্যু

মুম্বই : ভারতের অন্যতম মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী, ১৯৯৩ সালে মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে অভিযুক্ত সেলিম আবদুল গনি গাজির মৃত্যু হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার পাকিস্তানের করাচিতে সে মারা গিয়েছে বলে খবর। মুম্বই পুলিশের তরফে খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন ছোটা শাকিলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই সেলিম গাজি। ছোটা শাকিল আবার মুম্বই বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা তথা মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ। মুম্বই বিস্ফোরণের চক্রান্তে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সেলিম। ওই ঘটনায় ২৫০ জনের মৃত্যু হয়। ৬০০-র বেশি মানুষ আহত হন। অভিযুক্তদের পাকিস্তানে গিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে সাহায্য করে সেলিম। মুম্বই ছেড়ে পালিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে গা ঢাকা দেয় সেলিম। পরে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
South 24 Parganas Division,
M.E. Dte
CORRIGENDUM NOTICE
NI(e)T-i) WBMAD/NIT-18/EE/PRG(S)/21-22(2nd Call), ii) WBMAD/NIT-21/EE/PRG(S)/21-22(2nd Call). The last date and time of 2nd call for several works within Diamond Harbour Municipal area under Paray Samadhan Programme (Ph-II) (Tender Id mentioned in Corrigendum Notice) under above mentioned NITs are extended upto 22.01.2022 at 5:30 P.M. The details can be downloaded from www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, M.E.Dte. South 24 Parganas Division.
ICA-T887(1)/2022

Webel
WBEIDC Ltd.
(A Government of West Bengal Undertaking)
Webel Bhavan, Block-EP&GP, Sector-V, Bidhannagar, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No.
WEBEL/EOT/COM/21-22/00056
Dated: 14-01-2022
For "SUPPLY INSTALLATION & COMMISSIONING OF DESKTOP, UPS, MFP, PHOTOCOPIER & STABILIZER FOR DR. KANAILAL BHATTACHARYYA COLLEGE".
Due date of Submission:
21-01-2022 (12:00 PM).
Interested parties may go through website : https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact
033 - 2339 2270 / 2339 2387.
ICA-T891(2)/2022

শ্যামাপ্রসাদ-পিআর ঠাকুর মঞ্চ

একের পাতার পর

বোর্ডের সদস্যপদের বিষয়টিও দেখা হবে। তবে সংগঠনের দায়িত্ব থেকে অমিতাভবাবুকে পুরো সরানোর কোনও প্রশ্ন নেই।

এ যেন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা! কাকে রেখে কাকে ছাড়ি। মহা ফাঁপরে পড়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও। বঙ্গ বিজেপির বিদ্রোহ কীভাবে সামাল দিতে হবে তার পথ বের করতে নাজেহাল দিল্লি। দলীয় সূত্রে অন্তত তেমনটাই খবর। একদিকে, দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের মন রাখা, কারণ, মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক বড় বালাই। অন্যদিকে আবার দলের বঙ্গ শাখার বর্তমান নেতৃত্বকে বোঝানো। কারণ, শনিবার পোর্ট ট্রাস্ট গেস্ট হাউসে বিক্ষুব্ধ শিবিরের বৈঠকে কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেভাবে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন তা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির ইতিহাসে তো বটেই, অন্য কোনও রাজ্যেও এরকম নজির বিজেপির মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ দলে নেই বলেই মনে করছে দলের বড় অংশ। এই ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ বঙ্গ বিজেপির শাসক গোষ্ঠী। যেভাবে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তীর সমালোচনায় প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর মিডিয়ার সামনে সরব হয়েছেন, তার ভিডিও থেকে শুরু করে সব তথ্য-প্রমাণ পাল্টা নালিশ আকারে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বি এল সন্তোষের কাছে টিম সুকান্ত-অমিতাভরা পাঠাচ্ছেন বলে খবর। রবিবার রাজ্য বিজেপির শাসক গোষ্ঠীর এক শীর্ষনেতার কথায়, যেহেতু শান্তনু ঠাকুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বিষয়টি দেখবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাই সমস্ত কিছু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেই জানানো হয়েছে। যা ব্যবস্থা নেওয়ার দিল্লি নেবে। রাজ্য বিজেপির অন্দরে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, তখন সেই আগুনে রবিবার আবার ঘি ঢেলেছেন দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। বঙ্গ বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে এদিন তথাগতবাবুর টুইট, 'বিদ্রোহীদের জন্য পথ তৈরি করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বঙ্গ বিজেপির সেল ভেঙে দিয়েছে। কেডিএসএ গ্যাংয়ের দ্বারা দলকে হত্যার পর শেষ সংশোধনে নেমেছেন সুকান্ত? যদি তাই হয়, তাহলে আর একটু দেরি হতে দিন। মনে রাখবেন, শয়তান গেলেও তাঁর সন্তানকে ছেড়ে গিয়েছে।" দলে বিদ্রোহের আবহের মধ্যেই তথাগত রায়ের এই টুইট এদিন নতুন করে অস্বস্তিতে ফেলেছে বঙ্গ বিজেপিকে। এদিন তথাগত রায় টুইটে কেডিএসএ মানে কৈলাস বিজয়বর্গীয়, দিলীপ ঘোষ, শিবপ্রকাশ ও অরবিন্দ মেননকে নিশানা করেছেন।

দলের এই বিদ্রোহ নিয়ে রবিবার মুখ খুলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, "ক্ষোভ-বিক্ষোভ দলে হতেই পারে। পার্টির যাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন তাদের শোনা উচিত, সামলানো উচিত। দলে পরিবর্তন হলে মানিয়ে নিতে সময় লাগে।" দলের একাংশ মনে করছে, কার্যত বিক্ষুব্ধ শিবিরের পাশে দাঁড়িয়েই এই কথা বলেছেন দিলীপবাবু। দলে পরিবর্তন হলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ হতেই পারে। এতে কোনও অন্যায় দেখছেন না রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। বঙ্গ বিজেপির শাসক গোষ্ঠীর অভিযোগ ছিল, বিক্ষুব্ধদের মদত দিচ্ছেন দিলীপ ঘোষ। এদিন দিলীপবাবুর এই বক্তব্যে বিদ্রোহীদের প্রতি নরম মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

এদিকে, শনিবার পোর্ট ট্রাস্ট গেস্ট হাউসে বৈঠকের পর রবিবার আবার ঠাকুরনগরে মতুয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সেখানে তিন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী, অশোক কীর্তনীয়া ও সুব্রত ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অবশ্য দাবি, এটি শনিবারের মতো কোনও রাজনৈতিক বৈঠক ছিল না। এটা মতুয়া সম্প্রদায়ের রুটিন বৈঠক। তবে আজ সোমবার বনগাঁয় শান্তনু ঠাকুরের উদ্যোগে বনভোজন অবশ্য হচ্ছে। যেখানে দলের বিদ্রোহী শিবিরের সকল নেতাই উপস্থিত থাকবেন। আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আজ ফের আলোচনা হবে বলে বিজেপির বিক্ষুব্ধ শিবিরের নেতা সমীরণ সাহা জানিয়েছেন। সমীরণবাবুর দাবি, "আমরা শুধু সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তীর অপসারণ চাই।"

সংবাদ প্রতিদিন

ফোনে ফোনে
বিজ্ঞাপন

9163111111

এখন সংবাদ প্রতিদিন-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া আরও সহজ। উপরের নম্বরে ফোন/হোয়াটসঅ্যাপ করুন অথবা মেল পাঠান advt@sangbadpratidin.in-এ। আপনার বিজ্ঞাপন সাজানোর দায়িত্ব আমাদের।

বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে
পাত্র-পাত্রী, জমি বাড়ী, গাড়ী, শিক্ষা, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, জ্যোতিষ, নামপদবী, বিজ্ঞপ্তি, লিগ্যাল নোটিস, টেন্ডার-সহ সকল ক্লাসিফায়েড ও ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন।